মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩১৫

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - যে কারণে উযূ করা ওয়াজিব হয়

আরবী

وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: «إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتطْلقَ الوكاء» . رَوَاهُ الدِّرَامِي

বাংলা

৩১৫-[১৬] মু’আবিয়াহ্ ইবনু আবী সুফ্ইয়ান (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ চোখ দু’টো হলো গুহ্যদ্বারের ফিতা-বন্ধন স্বরূপ। সুতরাং চোখ যখন ঘুমায় ফিতা (ঢাকনা) তখন খুলে যায়। (দারিমী)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান : আহমাদ ১৬৪৩৭, দারিমী ৭২২, সহীহুল জামি‘ ৪১৪৮। এর সানাদে আবূ বাকর ইবনু আবূ মারইয়াম (আঃ) নামক একজন দুর্বল রাবী থাকা সত্ত্বেও তার শাহিদ বর্ণনা থাকায় হাসানের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম عَيْنٌ (চক্ষু) দ্বারা জাগ্রত অবস্থা বুঝিয়েছেন। কারণ ঘুমন্ত ব্যক্তির অবলোকন করতে সক্ষম কোন চক্ষু থাকে না। তিনি জাগ্রত অবস্থাকে মশকের বাঁধনের ন্যায় নিতম্বের বাধন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। যেমনিভাবে মশকের মালিকের ইচ্ছায় রশি দ্বারা যেমনভাবে তা সর্বদায় বাঁধা থাকে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের ইচ্ছায় জাগ্রত অবস্থার মাধ্যমে তার নিতম্বটি কোন কিছু বের হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকে। এর অর্থ হলো জাগ্রত অবস্থাটা নিতম্বের বাঁধনস্বরূপ বা কোন কিছু বের হওয়া থেকে সংরক্ষক। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত থাকে ততক্ষণ পিছনের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হলে বুঝতে পারে কিন্তু যখনই সে ঘুমিয়ে পড়ে তখন তা আর বুঝতে পারে না। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের কারণে নিজের ওপর কর্তৃত্ব হারায়। ফলে অধিকাংশ সময় তার পিছনের রাস্তা দিয়ে বায়ু বের হয়ে যায় যা সে বুঝতেই পারে না। যার ফলে শারী‘আত এ প্রবল বিষয়টিকে ইয়াকিনের স্থলাভিষিক্ত করে তার উপর উযূ (ওযু/ওজু/অজু) আবশ্যক করেছে।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54874

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন